দৈনিক সংবাদ

139

তারিখ 30 SEP [illegible]
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 5

চিঠিপত্র

(মতামতের জন্য সম্পাদক দায়ী নন)

শিক্ষক সংকটের অভিনব সমাধান

ময়মনসিংহের মুমিনুন্নিসা সরকারী মহিলা কলেজে বি,এ বিভাগ চালু রাখার আবেদন জানিয়ে কলেজের ছাত্রী সংসদের সহ-সভানেত্রীর একটি পত্র ৩০শে ভাদ্র 'সংবাদ'এ প্রকাশিত হয়েছে। উক্ত চিঠিরই পরিপূরক হিসেবে কলেজ সংসদের সদস্যা রীতা সেনগুপ্তারও ভিন্ন একটি চিঠি ২রা শ্রাবণ 'সংবাদ'-এ প্রকাশিত হয়। দুটো চিঠিই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।

বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার একমাত্র মহিলা কলেজ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত মুমিনুন্নিসা কলেজের সুনাম দীর্ঘদিনের। কলেজটি যতদিন বেসরকারী ছিল, ততদিন শিক্ষক স্বল্পতার জন্য কোন বিভাগ বন্ধ করে দেয়ার কথা আমরা কখনো শুনিনি। সরকারীকরণ করার পর মানবিক বিভাগের বিভিন্ন বিষয়ে যে শিক্ষক সংখ্যা রীতা সেন গুপ্তার চিঠিতে দেখতে পাচ্ছি, আমাদের জানামতে, মানবিক বিভাগে পাঠদানের জন্য অনেক বেসরকারী স্কুলেও এর চেয়ে বেশী শিক্ষক রয়েছেন, অথচ সরকারীকরণ করার পর সঙ্গত কারণেই আমাদের আশা ছিল কলেজে বিভিন্ন বিষয়ে অনার্স কোর্স খোলা হবে। কারণ বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলায় একমাত্র আনন্দমোহন কলেজ ছাড়া অন্য কোথাও অনার্স কোর্স চালু নেই, কিন্তু আনন্দমোহন কলেজে কোন ছাত্রীনিবাস না থাকাতে ইচ্ছা ও যোগ্যতা থাকা সত্বেও অনেককেই পাস কোর্সে ভর্তি হতে হয়। অথচ প্রকাশিত দু'টি চিঠিতে যে অবস্থা ফুটে উঠেছে তাতে অনার্স কোর্স তো দূরের কথা, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নাকি কলেজ থেকে বি, এ ক্লাসই উঠিয়ে দেয়ার পরামর্শ দিয়েছেন।

মুমিনুন্নিসা কলেজের এ অবস্থা 'সংবাদ'-এ পাঠ করার একদিন পরই শেরপুর সরকারী মহিলা কলেজে অধ্যয়নরত আমার পরিবারভুক্ত একজন ছাত্রীর একটি চিঠি পাই। সে বি,এ প্রথম বর্ষের ছাত্রী। চিঠিতে লিখেছে, সেসনের এক বছর চলে যাবার পর কলেজ কতৃপক্ষ বি,এ ক্লাসের ছাত্রীদেরকে বিষয় পরিবর্তন করতে বলছেন। কারণ কলেজে কর্মরত যে শিক্ষক আছেন, তাদের দ্বারা আর চালানো সম্ভব নয়। এক বছর পর ওকে কি বিষয় পরিবর্তন করতে বলবো?

শিক্ষক সংকট নতুন নয়। দেশে বোধ হয় এমন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই যেখানে শিক্ষক সংকট না আছে। কিন্তু এ রকম প্রকট অবস্থা এবং তা সামাল দেয়ার জন্য যে অভিনব সমাধান দেয়া হচ্ছে, তা আমরা কল্পনাও করতে পারি না। কিছুদিন আগে বি,সি,এস-এর প্রকাশিত ফলাফলে দেখলাম, এক একটি বিষয়ের জন্য ৩থেকে ৮।১০ জন করে শিক্ষক নিয়োগ বন্ধ রেখে এ অবস্থার সৃষ্টি করা হয়েছে?

ছাত্রছাত্রীদের আচার আচরণ, তাদের মতাদর্শ, মতবাদ ইত্যাদি নিয়ে সংশ্লিষ্ট মহলের দুঃশ্চিন্তার শেষ নেই। হর-হামেশাই তাদের উপদেশ দেয়া হচ্ছে ছাত্রজীবনে কি করতে হবে, কি করা ঠিক হবে না। কিন্তু শিক্ষক সংকটের জন্য বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যে অবস্থা বিরাজ করছে, সে সম্পর্কে তো কোন কথাই শুনতে পারছি না। আমরা সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এ বিষয়ে শিগগিরই দৃষ্টি দেয়ার অনুরোধ এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে শিক্ষক সংকট দূর করার আবেদন জানাই। বিভাগ বন্ধ করে দেয়া কিংবা বিষয় পরিবর্তন করার পরামর্শ আমাদের কাছে মাথা কেটে মাথা ব্যথা দূর করার মতো উদ্ভট ও হাস্যকর বলে মনে হয়। এবং এটাও দুর্ভাগ্য যে, এসব অভিনব সমাধানের মাধ্যমে যারা সংকট দূর করতে চান, তারা শিক্ষিত ও দায়িত্বশীল বলেই পরিচিত।

মোস্তফা কামাল
নালিতাবাড়ী, শেরপুর।

বিশ্ববিদ্যালয় পরিস্থিতি

রোববার, ৩রা আশ্বিন প্রকাশিত মূল সম্পাদকীয়র জন্য আপনারা অকুন্ঠ ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা গ্রহণ করুন। আপনাদের সাথে আমরাও একমত যে, উপাচার্যের অভিভাবকদের নিকট প্রেরিত চিঠিখানি সত্যই ভুল ঠিকানায় প্রেরিত হয়েছে। সঠিক ঠিকানায় নয়। আমরা শান্তিকামী সাধারণ অভিভাবক এবং আমাদের সন্তানরা কোনদিনই চায়না আমাদের জীবন বিপন্ন হোক, সন্তানদের লেখাপড়া বিঘ্নিত হোক, সন্তানদের ফিরে আসার সম্ভাবনা ক্ষীণ হোক। আমরা চাই, শান্তিপূর্ণ পরিবেশ, শিক্ষার পরিবেশ, অস্ত্রমুক্ত পরিবেশ এবং সবশেষে আমাদের সন্তানরা শিক্ষিত হয়ে মানুষ হয়ে ফিরে আসুক। আমাদের কন্টলক [illegible] এতবেশী নয় যে, বছরের পর বছর আমাদের সন্তানরা বিশ্ববিদ্যালয়ে বসবাস করবে এবং শিক্ষা অসম্পূর্ণ রেখে আমাদের কাছে ফিরে আসবে।

আমরা অনেক আশা করে জীবনের শেষ সম্বল ধারণা করে তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠিয়েছি। আমাদের অন্তিমকালের অন্ধের যষ্টি হিসাবে। আমাদের কাছে তারা ফিরে আসবে এই ভরসায়। দশ-পনেরো বছর আগে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়তেন তারা ঠিক সময় মত কৃতকার্য হয়ে ফিরে এসে সমাজগড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতেন। আমরা সবাই উপকৃত হতাম। আর আজ সে গুড়ে বালি।

তাই ভুল ঠিকানায় চিঠি না যেয়ে সত্যিকারের ঠিকানায় চিঠিগুলো আপনা আপনি 'রিডাইরেক্ট' হয়ে যাক--যাদের মধ্যে শুভবুদ্ধির উদয় হবে, যাদের সন্তানরা সে চিঠির মর্ম সত্যিকারভাবে উপলব্ধি করবে। অসৎ পথ পরিত্যাগ করে সঠিক পথে তারা পরিচালিত হবে, অভিভাবকের এবং দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে। অস্থিরতা, হতাশা এবং হতোদ্যমের চির অবসান হবে। নতুন সমাজ গড়ে উঠবে, নতুন মানুষের জন্মলাভ হবে আর আমরা মৃত্যুর আগে দেখে যাবো সোনালী সূর্য যা আমাদের হৃদয় ও মনপ্রাণকে উদ্ভাসিত করবে। আমি বিশ্বাস করি, সেদিন দূরে নয়।

জনৈক অভিভাবক।